যুগান্তর

তারিখ ... 16 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ......

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ভর্তি পদ্ধতির চিন্তাভাবনা

এইচএসসির ফলের সঙ্গেই ভর্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

সরকারি মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'কমন ভর্তি পদ্ধতি' প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে সরকার। বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পৃথকভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও নিকট ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আলাদা করে কোথাও কোন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে না। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই শিক্ষার্থীরা কে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চান এবং কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোন ধরনের যোগ্যতা লাগবে তা জেনে আবেদন করবেন। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। সে তালিকায় ফলাফলের ভিত্তিতে কোন শিক্ষার্থী কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়েছে তা উল্লেখ করে দেয়া হবে।

প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ করে দিতে এবং ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোচিং সেন্টারের কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য বন্ধে সরকার এসব চিন্তাভাবনা করছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহল হক মঙ্গলবার তার দফতরে যুগান্তরের এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে জাতীয় মেধাভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি প্রবর্তনের চিন্তাভাবনার কথা স্বীকার করে বলেছেন, বর্তমানে দেশে এসএসসি ও এইচএসসিসহ সব পরীক্ষা সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এ দুটি বড় ধরনের পরীক্ষায় ৮০ ঘণ্টারও বেশি পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই এ দুই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় মেধাতালিকা প্রবর্তন করা হলে প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ করে দেয়া সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের আগে থেকে এ পদ্ধতির কথা জানিয়ে দিলে তারা ওই দুটি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য আরও মনোযোগী হবে। সার্বিকভাবে শিক্ষার মান বাড়বে।

তিনি বলেন, দিন দিন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আলাদা করে পরীক্ষা নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তদুপরি প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে কোচিং সেন্টারগুলোর অপবাণিজ্যও বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মহলে তিনি কথা বলবেন বলে জানান। চলতি বছর মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার বদলে জিপিএর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি নতুন ওই পদ্ধতির কথা জানান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের একক পদ্ধতি চালু রয়েছে বলে তিনি জানান।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে কয়েকজন সদস্য মেডিকেল কলেজে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আন্দোলনের নেপথ্যে কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষের ইন্ধন রয়েছে বলে জানান। সূত্র জানায়, কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোচিং সেন্টারগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ করে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তারা মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কমন ভর্তি পদ্ধতি চালু করার অনানুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, দেশের শিক্ষা খাতকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ হবে। বারবার পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রার্থী বাছাইয়ের ঝামেলা থেকেও সংশ্লিষ্টরা মুক্তি পেতে পারেন।

জিপিএ পদ্ধতিতে ভর্তি-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত করলেও এ সময়ের মধ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত না এলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ করে নেয়া সিদ্ধান্তের ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে কিছুটা নমনীয় হলেও আদালতের বেঁধে দেয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ২৮ আগস্ট থেকে ফের আন্দোলনে নামার হুমকিতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আদালতের রায়েই এর সিদ্ধান্ত হবে। এর বাইরে কোন কিছু করার সুযোগ নেই।